পনের কোটি মানুষের জন্য প্রতিদিন
যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
JaiJaidin
Dhaka Tuesday 28 October 2008

# জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম

সীমিত পরিমাণের সম্পদ অধিক পরিমাণ মানুষের মধ্যে বণ্টন করতে হলে মাথাপ্রতি মৌলিক চাহিদা যথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদির সুযোগ হ্রাস পাবে তথা মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হবে না। মৌলিক চাহিদা পূরণের পর মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশা করে এবং ক্রমেই গাড়ি, বাড়ির মালিক হয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে চায়।

একটি দেশে উন্নত জীবনযাত্রার নিশ্চয়তার জন্য তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। জনসংখ্যা সমস্যা এদেশে একটি স্থায়ী সমস্যা। বিশ্বের সু-শিক্ষিত ও সু-উন্নত দেশগুলোতে ভৌগোলিক আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তারা উন্নতমানের জীবনযাপন করে। পশ্চিমা দেশগুলোর ভেতরে বিশেষ করে ইউরোপের কয়েকটি দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক। সু-শিক্ষার কারণেই তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে উন্নতমানের জীবনযাত্রার অধিকারী হয়েছে। উন্নত দেশের শিক্ষার হার ১০০ ভাগ। অন্যদিকে আফ্রিকাসহ এশিয়া মহাদেশের বেশিরভাগ দেশেই শিক্ষার হার কম; জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও মাথাপিছু আয় কম। ফলে এসব দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রায় ৫০% বা তার অধিক লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, যাদের গড়পড়তা জীবনযাত্রার মান অতি নিম্নমানের।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় শহরের মানুষ বেশি শিক্ষিত ও সচেতন। শহরের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, লাইব্রেরি, টিভি, অডিও ইত্যাদির সুযোগ গ্রহণ করে জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেকটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারে। তারা শিক্ষিত ও সচেতন প্রতিবেশীর মাঝে বাস করে। একটি পরিবারের সন্তান বাবা মাকে যতোখানি মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে বিনোদনের অন্য কোনো মাধ্যম তা দিতে পারে না। সন্তানকে প্রতিপালন ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে বাবা মাকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন শিক্ষিত পরিবারের কাছে সন্তান হলো চিত্তবিনোদনের সবচেয়ে ব্যয়সাপেক্ষ উপাদান। তাই শিক্ষিত শহরবাসীর

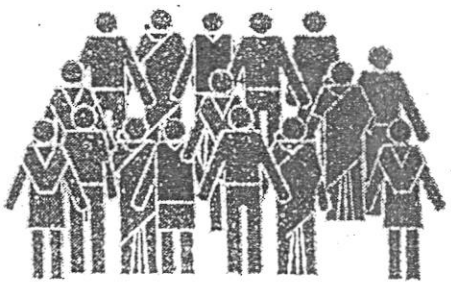

পরিবারে সন্তানাদি কম। এসব পরিবারের সন্তানরা উন্নতমানের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার মাধ্যমে অধিকতর জ্ঞানপিপাসু ও চৌকস হয়ে বড় হয়। গ্রামের তুলনায় শহরের সন্তানদের শিক্ষা, সচেতনতা, মাথাপিছু অর্জিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে তাই তারা উন্নতমানের জীবনযাপনের মাধ্যমে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গঠন করতে সক্ষম হয়।

আমাদের কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হবে। মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করলে একদিকে যেমন মহিলারা তাদের সামাজিক অধিকার ফিরে পাবে, অন্যদিকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের সুযোগ বাড়বে। এতে চাকরিজীবী মহিলাদের সংখ্যাও বাড়বে এবং তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয়, সামাজিক ও সরকারি আইন হুবহু মেনে চলতে পারলে তা জন্মনিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে। বিবাহ সম্পর্কিত সামাজিক আইন-কানুন বিষয়টি সঠিকভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়া, মসজিদের খতিব, এনজিওদের কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষকে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে, সচেতন করতে হবে, যাতে তারা ধর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে জন্মনিয়ন্ত্রণে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করে।

সুশিক্ষাই জনসংখ্যা সমস্যার নিশ্চিত সমাধান দিতে পারে। একজন শিক্ষিত মানুষ জীবনে কখন কি করতে হবে তা অতি সহজে অনুধাবন করতে পারে। তাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন আমাদের দেশের শিক্ষার হার যতো দ্রুত সম্ভব ১০০%-এ উন্নীত করা। তাহলে পরিবার পরিকল্পনা খাতে শত শত কোটি টাকা ধার ও অনুদানের কোনো প্রয়োজন হবে না এবং শিক্ষাখাতে বাজেট বাড়ানো যাবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির পাশাপাশি শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিকে যদি জোরদার করে তোলা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বাদ দিয়েই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

এম আজিজুর রহমান
উত্তরা, ঢাকা